শীতল কানাডা, উত্তল বাংলাদেশ

শুজা রশীদ

আমাদের সাপ্তাহিক আড্ডায় বাদল ভাই প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "এই দেশের পলিটিক্সে কোন মজা নাই। দেখেও না, করেও না। কোন গ্যাঞ্জাম নাই, ঝগড়া ঝাটি নাই, মার পিট নাই। সবকিছু একেবারে পান্তা ভাত।"

আমরা কেউ রাজনীতি করি না। বাদল ভাই এখানে একটা পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন। বার কয়েক তাদের মিটিং ফিটিং এ গিয়ে তার নাকি ঘুম ধরে গিয়েছিলো। বিরক্ত হয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে মাত্র দুই-তিন সপ্তাহে যা হয়ে গেলো তা থেকে বাদল ভাইয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। এমন ঘটনাবহুল দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ, বিষেষ করে যদি আঁকার আকৃতিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়।

সাভারের হৃদয় বিদারক (এবং রক্তে আগুন জ্বালানো) দালান ধ্বসের জের শেষ হবার আগেই হেফাজতী ইসলাম এবং বিরোধী দলের বিপুল সমারোহ এবং ঢাকা অবরোধ, জামায়াত ইসলামী নেতা মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের যুদ্ধকালীন সময়ে কৃত অপরাধের জন্য ফাসীর রায় – প্রতিটি ঘটনাই নিজ গুনে কিংবা দোষে শির উচু করে দাড়াতে পারে। আবার এই সবের মধ্যেই SSC এবং তার Equivalent পরীক্ষার ফলাফল এসেছে – পুর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ। এতো উত্থান পতন আর আবর্তনের ভেতরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কিভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে বসবাস করেন তা ভেবে আমরা প্রবাসীরা অনেক সময়ই যথেষ্ট আশ্চর্য হই।

পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসবাস করেও টরন্টোবাসীরা যে কতখানি বাংলাদেশ ভিত্তিক জীবন যাপন করে সেটাও আমাকে প্রায়শইঃ বিস্মিত করে। শুধু যে দেশের খাবার দাবার, মানুষজন, সংস্কৃতি নিয়েই তারা সীমাবদ্ধ তা নয়, স্বদেশের কিংবা ফেলে আসা দেশের বিপদে আপদে যে মহা বিক্রমে তারা যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন সেটা যে খুব কাছ থেকে দেখে নি সে বিশ্বাস করতেও পারবে না।

সাভারের রানা প্লাযার ধ্বসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা অসম্ভব। কোন রাজনৈতিক দলকে টেনে না এনেই বলা যায় আমাদের দেশের স্বত্বায়, স্তরে স্তরে যে সামগ্রিক অবজ্ঞা এবং দুর্নীতির প্রসার

হয়েছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমান। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অন্যের জমি দখল থেকে শুরু করে অনুমতির চেয়ে উচু দালান তৈরী করা, বিপদজনক পরিস্থিতিতে গরীব কর্মীদেরকে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে কাজে যোগদান করতে বাধ্য করা – এসবের কোনটাই একজন বা দুইজন ব্যাক্তির সমন্বয়ে সম্ভব নয়। কত সহস্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়ের শেষ অবস্থা এই মৃতের শ্লোগান সেটা হিসাব করা দুষ্কর হবে।

যাইহোক, আমি যখন অসম্ভব ক্রোধে ফুসছি তখন এখানকার এক্সক্যাডেটরা দল বেধে নেমে গেছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। সাভারের সেই ইট, লোহা আর সিমেন্টের জংগলে ঝাপিয়ে পড়ে অসহায় হতভাগা নর-নারীদের জীবন রক্ষা করবার উপায় তাদের নেই কিন্তু তারা যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য, মৃতদের পরিবার পরিজনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে যায়। এখানে এতো সীমিত সামর্থের মধ্যেও এতো দ্রুত এতো অর্থের সমাগম হবে ভাবতেও পারিনি। তাদের সাথে হাত মেলাতে এগিয়ে এসেছে এখানকার বাংলাদেশী মানুষেরা, সব বিভেদ ভুলে। মাত্র দুই দিনে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী রুদাবার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে উঠে এলো প্রায় দশ হাজার ডলার। ১৭ হাজার টাকায় প্রতিটি কৃত্রিক হাত পায়ের দাম হিসাব করলে তাতে অনেক পঙ্গুর উপকার করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই যাত্রায় নেমেছে রুদাবা। তাকে যে সব উদার প্রাণ, কর্তব্যপরায়ণ এক্স ক্যাডেটরা এবং অন্য বাংলাদেশীরা সাহায্য করেছেন তাদের সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের বর্ষীয়ান বেলাল ভাইয়ের কথা উল্লেখ করতেই হয়। তিনি ডলারে ডলার মেলানোর ৪৮ ঘন্টার ঘোষণা দিয়ে রুদাবার এই উদ্যোগকে দিয়েছিলেন এক নতুন প্রাণ।

হেফাজতের ঢাকা অবরোধের পর গণ জাগরণীর তরুণেরা নাকি আবার তাদের মঞ্চে ফিরে এসেছে। শাহবাগের মোড়ে প্রথম যখন এই আন্দোলনের শুরু হয় তখন হৃদয় উদবেলিত হয়েছিল। তার কারণ অবশ্য খুব যে এই আন্দোলনের সমর্থনের কারণে ছিলো তা বলবো না। এই মোড়টির সাথে হৃদ্যতা আমার দীর্ঘ দিনের। জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি সেখান থেকে অনতি দুরেই। শাহবাগ মানেই আমার কাছে নিজ গৃহ, নিজ এলাকা। গণ জাগরণীর শুরু হবার পর আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার জীবন বেশ জটিল হয়ে পড়ে। যাতায়াতে খুবই সমস্যা। বাবা এখনও ফার্মেসীতে গিয়ে ডাক্তারী করেন। পুত্নীদেরকে স্কুলে দেয়া নেয়া করতে হয়। সব মিলিয়ে অনেক সমস্যা। অনেক ঘুরে যেতে হয়, সময় বেশী লাগে। মায়ের সাথে কথা হলেই তার বিরক্ত অভিযোগ শুনতে হয়। আমার শুধু ভাবনা হয় যে তরুণেরা বা প্রাক তরুণেরা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্টভুমিকা সঠীকভাবে জানে কিনা সন্দেহ, কিংবা জানলেও আদতেই কতখানি অনুধদাবন করতে পারে সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ তারা যখন

বিচার বাভাগীয় রায়ের বিরোধীতা করে তুমুল হই হট্টগোল শুরু করে তখন যে হীতে বিপরীত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ সম্ভবত এই হেফাজতয়ে ইসলামের আচমকা উত্থান।

যাইহোক, ভালো হোক আর মন্দ হোক ঘটনা আর ঝুট ঝামেলা নিয়েই বাংলাদেশ। হেফাজতের তিন হাজার মানুষ হত্যা করে গুম করা হয়েছে এক রাতের মধ্যে, সেই গুজবও বেশ রসালো আলাপের সরঞ্জাম জুগিয়েছে। এই না হলে রাজনীতি!

পরিশেষে খানিকটা ব্যাঙ্গের মত শোনালেও না বললেই নয়। যারা ধৃষ্ঠতা ভাববেন তারা নিজ গুনে ক্ষমা করে দেবেন। সতেরো দিন পরে সাভারের ধ্বংসাবশেষ থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে এসেছে ১৮ বছরের গার্মেন্টস কর্মী রেশমা। বাংলাদেশের তাবত দুর্ণিতি, অন্যায়, অবিচার, শোষন কোন কিছুই এই তরুণীর বেঁচে থাকার তাগিদকে কেড়ে নিতে পারেনি। গ্রহে নক্ষত্রে কিভাবে সব মিলে গেলে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা কল্পনা করবার ভার পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। পৃথিবীর তাবত পত্রিকায় এই আলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে আসার কথা ফলাও করে মুদ্রন করা হয়েছে। সেই সবই ভালো। আমার সমস্যা যখন এই ঘটনার জন্য সকল কৃতিত্ব চলে যায় বিশ্ব বিধাতার কাছে। কপাল কুচকে বিমুঢ় চিত্তে ভাবতে বসতে হয় – সহস্র মানুষের নির্মম মৃত্যুতে যাকে আমরা অপরাধী করে কাঠগোড়ায় দাঁড় করবার ধৃষ্টতা দেখাতে পারি না একটা প্রান রক্ষা পেয়েছে বলে তাকেই বা কেন এমন শত সহস্র প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছি? বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বিধাতার মনবাসনা – কোনটাই আমার বিন্দুমাত্র বোধগম্য হয় না।